



65736 - যবে ব্যক্ৰ্তি রমযান মাসে বযিবে করতবে চায়

প্রশ্ন

এক ব্যক্ৰ্তি এক ময়েকে ভালবাসবে। সবে ঐ ময়েকে রমযান মাসে বযিবে করতবে চায়। তার সাথে কথাবার্তা বলতবে চায়। রমযান মাসে ঐ ময়েকে বযিবে করতবে ও রমযান মাসে তার সাথে কথাবার্তা বলার ক্ষত্রেবে ইসলামে কনিষিধোজ্ঞমূলক কোন বধি আছে?

লোকটি ময়েটেকে অনকে ভালবাসবে এবং বযিবে করতবে চায়। আশা করি এ ব্যাপারে আপনারা আমাকে উপদশে দবিনে।

প্রযি উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

ইসলামী শরযিতে এমন কিছু নাই যা রমযান মাসে কবেল রমযানটি মাস হওয়ার কারণে বযিতেবে বাধা দয়ে; কথিবা অন্য কোন মাসে বযিবে করতবে বাধা দয়ে। বরং বছরবে যবে কোন সময় বযিবে করা জায়বে।

কনিতু রোযাদারবে জন্য ফজর থেকে সূর্যাস্ত যাওয়া পরযন্ত সমযে পানাহার ও স্ত্রী সহবাস করা নিষিধি। তাই যবে ব্যক্ৰ্তি নিজেকে নিযিন্ত্রণ করার ক্ষমতা রাখে এবং রোযা নষ্টকারী বযিবে লপিত হওয়ার আশংকা না করে তার জন্য রমযান মাসে বযিবে করতবে কোন আপত্তি নাই।

তবে বাহ্যতঃ দেখা যায়, যবে ব্যক্ৰ্তি রমযান মাসে তার দাম্পত্য জীবন শুরু করতবে চায় অধিকাংশ ক্ষত্রেবে দিনবে বেলেয় সবে নতুন স্ত্রী থেকে ধরৈয রাখতবে পারে না। তাই সবে হারাম কাজে লপিত হওয়া ও এ মর্যাদাবান মাসবে পবতিরতা লঙ্ঘন করার আশংকা থাকবে। এভাবে সবে কবরি গুনাতবে লপিত হযবে তার উপর রোযার কাযা পালন ও বড় কাফ্ফারা ওয়াজবি হতবে পারে। বড় কাফ্ফারা হল একটি দাস আযাদ করা। দাস না পলেবে দুইমাস লাগাতর রোযা রাখা। যদি রোযাও না রাখতবে পারে তাহলে ষাটজন মসিকীনকে খাওয়ানবে। যদি একাধিক দিন সহবাস করে থাকবে তাহলে সবে দিনগুলবে সংখ্যা যত ততটি কাফ্ফারা আসবে।

আরও জানতবে দেখুন: [22960](#) নং ও [1672](#) নং প্রশ্নোত্তর।

প্রশ্নকারীবে জন্য উপদশে হচ্ছে, যদি তিনি নিজেকে নিযিন্ত্রণ করতবে না পারার আশংকা করবে তাহলে তিনি যবে বযিটে রমযানবে পরপর করবে। রমযান মাসে তিনি যবে নিজেকে ইবাদত করা, তলোওয়াত করা ও কয়ামুল লাইল পালন ইত্যাদি ইবাদতবে ব্যস্ত রাখবে। আর যবে ময়েকে বযিবে করতবে চাওয়া হচ্ছে তার সাথে রমযান মাসে কথাবার্তা বলা সংক্রান্ত বধিান



ইতপূর্বে 13918 নং ও 13791 নং প্রশ্নোত্তরে আলোচনা হয়েছে।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।